| R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ
২৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে কার্ত্তিক ১৪২১
১২ই নভেম্বর, ২০১৪
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

ব্যক্তিগত স্বার্থে দল করলে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব–মান্নান

নিজস্ব সংবাদদাতা : যদি কেউ মনে করেন ব্যক্তিগত স্বার্থে দলটাকে বাড়তে দেবেন না, কয়েকজনের মধ্যে কুক্ষিগত করে রাখবেন, তাহলে তাদের গলা ধাক্কা দিয়ে দল থেকে বার করে দেয়া হবে। ৬ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের দফরপুর অঞ্চলের সুজাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে একথা জানালেন কংগ্রেস থেকে সদ্য বার হয়ে যাওয়া এবং বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মান্নান হোসেন। তিনি বলেন, মমতা ব্যানার্জী অনেক আশা নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন। তাই ২০১৫-র পুরসভা এবং ২০১৬ এর বিধান সভায় এ জেলায় ঘাসফুলের জয়জয়কার দেখতে চান। এ কাজ যারা দলের মধ্যে অন্তরায় তাদের হুঁশিয়ারী দেন। দফরপুর অঞ্চলের প্রধান মঞ্জুর আলিসহ ১৬ জন অঞ্চল পঞ্চায়েত সদস্য এবং একজন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য এদিন কংগ্রেস ও সি.পি.এম থেকে তৃণমূলে যোগ দেন। রঘুনাথগঞ্জ-১নং ব্লক তৃণমূলের সভাপতির দায়িত্ব মঞ্জুর পাচ্ছেন বলে মান্নান ঘোষণা করেন। এদিন হেমন্তের পড়ন্ত বিকেলে প্রায় ১০০ মোটর বাইকের কনভয় দিয়ে যখন মান্নানসহ জেলা নেতারা সভায় প্রবেশ করেন তখন আক্ষরিক অর্থেই রঘুনাথগঞ্জ শ্মশানঘাট থেকে সুজাপুরে ছিল সাজো সাজো রব। কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতি বলে দিচ্ছিল জঙ্গিপুরে তৃণমূলের 'রাহুমুক্তি' ঘটছে। মান্নান ছাড়াও মান্নান পুত্র সৌমিক হোসেন, যুব তৃণমূল সভাপতি অশেষ ঘোষ, জেলা তৃণমূল কার্যকরী সভাপতি উজ্জ্বল মণ্ডল, সাগির হোসেন, হুমায়ন কবীরসহ এক ঝাঁক জেলা নেতা উপস্থিত ছিলেন। আসেননি জঙ্গিপুরের (শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুর পুরসভার ২০টি ওয়ার্ড থেকে বেড়ে ২১

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভাকে জেলা পুর নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলা শাসক এক চিঠি দিয়ে (নং ৯৩১ (৩৭) সেকশন/ আই.ডি-১৫৪/২০১৩) ১৭ নভেম্বরের মধ্যে ওয়ার্ড বিন্যাসের ক্ষেত্রে ম্যাপ, জনসংখ্যা ইত্যাদি কাগজপত্র জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেইমত জঙ্গিপুর পারের ১ নং ওয়ার্ডের একটি বুথের ১টি ভোটার ও ৮ নং ওয়ার্ডের কিছু ভোটার নিয়ে ২১ নম্বর ওয়ার্ড করার প্রস্তাব নিয়েছে বোর্ড অব কাউন্সিলারস্। একই পদ্ধতিতে রঘুনাথগঞ্জ এলাকার ১৮ নং ওয়ার্ডের ১৭৮ নং বুথের ৮১০ জনকে নিয়ে নতুন ওয়ার্ড গড়ার দাবী (শেষ পাতায়)

মিড-ডে মিল নিয়ে বোমাবাজি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের দস্তামারা প্রাইমারী স্কুলে মিড-ডে মিল সরবরাহ নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে গণ্ডগোল বাধে। এক পক্ষে সিপিএম, অন্য পক্ষে তৃণমূল যোগ দেয়। রান্নার দায়িত্ব নিয়ে দু'পক্ষের বচসা হাতাহাতি ছাড়িয়ে বোমা বাজিতে রূপ নেয়। সিপিএম সমর্থকদের ছোড়া বোমায় বেশ কয়েকজন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। ঘটনাটি গত সপ্তাহের।

ইন্দিরার প্রয়াণ দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ইন্দিরা গান্ধীর ৩০তম প্রয়াণ দিবস স্মরণে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এক সভা হয়ে গেল ৩১ অক্টোবর। সেখানে বক্তব্য রাখেন জঙ্গিপুরের সাংসদ অভিজিৎ মুখার্জী, স্থানীয় দুই বিধায়ক মহঃ সোহরাব ও মহঃ আখরুজ্জামান প্রমুখ। বর্তমান বিজেপি সরকার এই দিনটিকে উপেক্ষা করায় প্রত্যেক বক্তা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সম্প্রীতি রক্ষায় তৃণমূলের সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের তেঘরী পঞ্চায়েত অফিসের পাশে সম্প্রীতি রক্ষায় এক সভা হয়ে গেল ৩০ অক্টোবর। সেখানে বক্তব্য রাখেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি আব্দুল ওয়াজেদ আলি, যুব সভাপতি মহঃ সেরাজুল ইসলাম এবং আই.এন.টি.টি.ইউ.সির ব্লক সভাপতি ইয়াকুব মিঞা প্রমুখ। সভার আগে একটা মিছিল এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে কার্ত্তিক, বুধবার, ১৪২১

গণতন্ত্র বা গরিষ্ঠমত

বর্তমান ভারতবর্ষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গণতান্ত্রিক দেশ বলা হইয়া থাকে। পূর্বের সাম্রাজ্যবাদী রাজতন্ত্রের শেষ পর্যায়ে এক একটি অঙ্গরাজ্য যখন স্বাধীন হইতে শুরু করিল, তখন সে সব রাজ্য গণতন্ত্রকে তাহাদের নীতি হিসাবে বাছিয়া লইল, ভারত তাহাদের মধ্যে অন্যতম। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে গণতান্ত্রিক নীতির পরিবর্তন হইল। সেখানে অধিকাংশ দেশগুলিতে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক রাজনীতির সার্থক রূপায়ণ ঘটিল। তবুও ভারতের সমস্যাগুলি হ্রাসপ্রাপ্ত না হইয়া ক্রমশঃ ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে কেন ! এই সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করা উচিৎ বলিয়া বুদ্ধিজীবীরা মনে করিতেছেন। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে--গণতন্ত্র একটি উচ্চ স্তরের সমাজ ব্যবস্থা। কিন্তু সেই গণতান্ত্রিক কাঠামোও তাহার গুরুত্ব হারাইতে পারে যদি গণমত শতধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। আজকের গণতন্ত্রে সেই বিপদই দেখা দিয়াছে। গণমত বা মেজোরিটি মতামত আজ শতধা বিভক্ত। বর্তমানে কয়েকশত দল তাহাদের দলীয় নীতিই একমাত্র সত্য এই কথা মনে করায়, কাহারও সহিত কাহারও মিল হইতেছে না। সকলেই মনে করিতেছে তাহারাই গণতন্ত্রের বা গরিষ্ঠ মতের একমাত্র সমর্থন পাইতে পারে। বর্তমানে তাই ভারতে গণতান্ত্রিক দেহকে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত পূর্তিগন্ধময় এক রোগগ্রস্ত দেহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শরীরের এক অংশ অপর অংশের সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করায় দেহ অচল হইয়া চলৎশক্তি হারাইয়া পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। প্রত্যেকটি দলের সহিত অপর দলের অহি নকুল সম্পর্ক। কোন দলকেই গণতন্ত্রের আদর্শ বলা যায় না। প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন একটি অখণ্ড সর্বোপকারী গণমত। সকলের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্কযুক্ত গোষ্ঠী ভাবনার প্রসার একান্ত আবশ্যক। পরিবারসুলভ ভাবনার উদ্দীপনের দ্বারা সকলের প্রয়োজন সাধনের উপযুক্ত স্বতঃস্ফূর্ত সর্বসম্মত মতবাদ পাওয়া যাইতে পারে। নতুবা পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণে রত গণমতের কোন গণতান্ত্রিক মূল্যই থাকে না। সর্বসম্মত মতকে আবিষ্কার ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রয়োজন কয়েকটি বিশেষ গুণের অনুশীলন। ত্যাগ, শ্রদ্ধা, পরমত সহিষ্ণুতা, সকলের প্রতি প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ইত্যাদি। অন্যের ভাবাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া সকল আদর্শকে সঠিক বিশ্লেষণ করিয়া সর্বগ্রাহ্য এক অখণ্ড আদর্শের গ্রহণই প্রকৃত গণতন্ত্র। সকল সময় মনে রাখিতে হইবে--"ভিন্ন মতির্হি লোকাঃ"। কিন্তু তথাপি সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজনে সর্বগ্রাহ্য অখণ্ড মতের ধারণ প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই সকল মতকে বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা শুদ্ধ করিয়া এক অখণ্ড সর্বগ্রহণীয় মতবাদ সৃষ্ট করিয়া তাহাকেই রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার নীতি হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাকেই বলে প্রকৃত গণতন্ত্র বা গরিষ্ঠ মত। ইহা ব্যতীত রাষ্ট্র পরিচালন ক্ষেত্রে নান্য পন্থাঃ।

এবার কালী তোমায় খাবো

---চিত্ত মুখোপাধ্যায়

সাধক রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন গানটা। "এবার কালী তোমায় খাবো। তোর মুন্ডমালা কেড়ে নিয়ে ডালেতে সম্বরা দেব!" কি ভয়ঙ্কর আবদার ছেলের। আমাদের রাজ্য তথা দেশেও একই ব্যাপার চলছে। শিব এক অসুরকে বর দেন, তুমি যার মাথায় হাত দেবে সে ভস্ম হয়ে যাবে। অসুর তো মহা খুশী। হঠাৎ তার বদ্ বুদ্ধি হলো, শিবের মাথায় হাত দিয়েই পরীক্ষাটা করে নিই। শুনে শিব দৌড়ায় অসুরও তার পিছনে দৌড়ায়। হয়রাণ মহাদেব সোজাসাপটা মানুষ। কি ঠ্যালায় না পড়েছেন। সব দেখেশুনে হাসতে হাসতে হাজির নারদ। অসুরকে থামিয়ে বললেন, ব্যাপারটা কি বলতো ? অসুর সব বললে নারদমুনি বললেন এই কথা! মহাদেবের পেছনে না ছুটে নিজের মাথায় হাত দিয়েই দেখ্না গাধা--শিবঠাকুর নেহাৎ মজা করেছেন কিনা! অসুর আগুপিছু না ভেবে যেই নিজের মাথায় হাত রেখেছে আর সঙ্গে সঙ্গে এক গাদা ছাই-এ পরিণত হলো। নাম হলো ভস্মাসুর।

এবার যেসব রাজনৈতিক নেতা, প্রধান, এম.এল.এ, এম.পি, সার্টিফিকেট দিয়ে অনুপ্রবেশকারীকে ভারতীয় নাগরিক হতে সাহায্য

(৩ পাতায়)

পুরাতনী

তরকারীর বাজারে ফড়িয়াদের অত্যাচার

জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জের বাজারে প্রত্যহ নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে উৎপন্নকারিগণ শাক, ঝিঙে, পটোল, কুমড়ো প্রভৃতি তরকারী, লঙ্কা, লেবু, কাঁচকলা বিক্রয় করিতে আসে। ইতিপূর্ব্বে ক্রেতাগণ তাহাদের নিকট হইতে আবশ্যকীয় তরকারী ক্রয় করিত। বর্ত্তমানে দুই বাজারেই কতকগুলি ফড়িয়া বাজারে উৎপন্নকারিগণ আসা মাত্র তাহাদের নিকট হইতে জিনিসগুলি ক্রয় করিয়া লইয়া গ্রাহকগণের নিকট অসঙ্গত মূল্য দাবী করিতেছে। এই দুর্ম্মূল্য-তার দিনে ছোট বড় সকল গৃহস্থই অতি কষ্টে দিন কাটাইতেছেন। তার উপর এই সকল লোকের উপস্বত্ব গ্রহণের জন্য স্থানীয় ব্যক্তিগণ মহামুস্কিলে পড়িয়াছে। এই ফড়িয়াগণ চাষ করে না, অন্য কোন স্থান হইতে জিনিষ সংগ্রহ করিয়া আনে না। শুধু বাজারে বসিয়া উৎপন্নকারিগণকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য মূল্য হইতে বঞ্চিত করিয়া গ্রাহকগণের নিকট হইতে অধিক মূল্য আদায় করে। ইহারা উৎপন্নকারী এবং গ্রাহক উভয়েরই অনিষ্টকারী। গ্রাহকগণ যাহাতে সরাসরি উৎপন্নকারিগণের নিকট হইতে জিনিষ ক্রয় করিতে পারেন তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য আমরা স্থানীয় মহকুমা শাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রকাশকাল : ১৩৫৮

অবৈধ বালির ব্যবসা পথচারীদের বিপদ ডাকছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের উমরপুর ও জরুরের মাঝামাঝি ব্যস্ত রাস্তা দখল করে ট্রাক ট্রাক বালি রাস্তার ধারে মজুত করে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে কয়েকজন সুবিধাবাদী লোক। মোটর সাইকেলের চাকা বালিতে শ্লিপ করে জরুর গ্রামের একজন গুরুতর জখম হন সম্প্রতি। তাকে চিকিৎসার প্রয়োজনে কোলকাতায় ভর্তি করা হয়েছে। উমরপুর-মুরারই-এর চালু রাস্তা দখল করে এই ধরনের অবৈধ ব্যবসা চলছে শুধুমাত্র পুলিশকে খুশি করে। প্রশাসন বলতে কি কিছুই নেই ?

ছুটি

শীলভদ্র সান্যাল

আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই
কাল আমাদের ছুটি।
সারা বছর জুড়ে শুধু
গাদা-গাদা ছুটি।
আজ সকালে খবরটা পাই
আগ্‌লা সালে, বলব কি ভাই–
এগারো দিন ছুটি পুজোর
নয়কো একটি দু'টি।

কালীপুজো, ভাইফোঁটাতে
পাক্কা ছ'টা দিন
খেলাম ছুটি। রঙ-দোলেতে
আরও যে তিনদিন !
কী করি, আজ ভেবে না পাই
মনের সুখে বগল বাজাই
অফিস গিয়ে ফ্লার্ট করি, আর
করি যে খুনসুটি।

ধন্য ধন্য এই সরকার
বলব দু'হাত তুলে
অপোজিসন মান ক'রে সব
যতই উঠুক ফুলে !
যতই ভুরু হোক না বাঁকা
নেক্সট্ টার্মেও গদি পাকা !
আঙুল তুলে নিন্দুকেরা
যতই ধরুক ত্রুটি !

নাই বা পেলাম শিল্প-কলা
সিঙাপুরে গিয়ে
কেন্দ্রের সাথে পাল্লা দিয়ে
নাই বা পেলাম ডি-এ।
বাজার-হাটে, বাইরে-ঘরে
সকালবেলার খুশ্-খবরে
আজকে তামাম বঙ্গবাসী
করছে লুটোপুটি !
আসছে বছর হাতে গরম
পালা -করা ছুটি।।

।। জঙ্গিপুরের পুরা কথা ।।

হরিলাল দাস

এখন থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে ১৮৫২-৫৫ খ্রিস্টাব্দে কর্ণেল গ্যাসট্রেল জেলা জরিপ করেন, যা 'রেভিনিউ সার্ভে' নামে পরিচিত। তখন মোট উনিশটি থানা ছিল এ জেলায়, বদ্রীহাট যার অন্যতম থানা। পাল যুগের অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শনের হদিস পান ক্যাপ্টেন লেয়ার্ড। তিনি লিখেছেন--আবিস্কৃত নিদর্শনগুলো 'It was the site of an old Hindu town.' হিন্দু যুগের সেই বদ্রীহাট কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে নাম হয় গিয়াসাবাদ বা গয়সাবাদ। এখানে এখনও চৈত্র মাসের প্রথম সোমবার এক উরস্ মেলা হয়। আরও একটি তথ্য--১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে এ জেলার মোট আটত্রিশটি ডাকঘরের একটি ছিল বদ্রীহাট।

খেরুরের মসজিদ এই মহকুমার আর একটি পুরা নিদর্শন। সেখদিঘির পূর্ব-দক্ষিণে খেরুর গ্রাম। মসজিদে পোড়া ইটের দৃষ্টিনন্দন অলঙ্করণ, প্রধান দরজার পাথরের কপালিতে আরবি হরফে লেখা আছে হুসেন শাহের সেনাপতি রিফাৎ খাঁ এই মসজিদ নির্মাণ করান। আর কৌতূহলের বিষয় ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে এখানে মাটির তলা থেকে একটি পাল-সেন যুগের কালো পাথরের বিষ্ণুমূর্তি ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছে।

এই পুরাকথা এখন প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীন ও মধ্যযুগ ছুঁয়ে আধুনিক যুগে ছুঁয়ে প্রবিষ্ট। দিল্লীর বাদশা দ্বিতীয় শাহ আলমের হাত থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি ফরমান পায় ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে। তার পরেই রাজস্ব আদায়ের সুবিধের জন্যে আগের সুবা-সরকার-পরগণা ইত্যাদি থেকে।

বিভাগ-উপবিভাগ করে নিয়ে দেওয়ানি লাভের একুশ বছর পর একটি জেলা হিসারে পরিগণিত হয় বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলা ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে। তখন প্রশাসনিক প্রয়োজনে গঠিত হয় মহকুমা। এই মহকুমার নাম জঙ্গিপুর। জাহাঙ্গীরপুর নামের অপভ্রংশ। অন্য মতে, জঙ্গ মানে যুদ্ধ, এবং জঙ্গি হচ্ছে যুদ্ধকারী সেনাবাহিনী। ভাগীরথীর পূর্বতীরে জঙ্গিপুর শহরের পূর্বাংশে বরজ। বুর্জ অর্থাৎ দুর্গ প্রাকার থেকে কথাটি হয়েছে বরজ। আর দক্ষিণে উপকণ্ঠে দুটি গ্রামের নাম ছোট কালিয়াই ও বড় কালিয়াই। কেল্লা থেকে কালিয়া। সিদ্ধান্ত করা হয় এখানে দুর্গ ও সেনা শিবির ছিল। তাই নাম জঙ্গিপুর।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে গেস্ট্রেল রিপোর্টে বলা হয়েছে--জেলার সর্বোত্তর অংশে মহকুমার নাম ছিল ঔরাঙ্গাবাদ--পরে এই মহকুমা সরে আসে জঙ্গিপুরে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে। এসলি ইডেন তখন ডেপুটি/এ্যাসিসটেন্ট কলেকটার। তাঁর সময়ে সাঁওতাল বিদ্রোহে (১৮৫৫-৫৬) এই সীমান্ত তরঙ্গায়িত। নীল বিদ্রোহ (১৮৫৮-৬০) অশান্ত করে তোলে সামসেরগঞ্জ, বেনিয়াগ্রাম, অরঙ্গাবাদ, নুরপুর। কুঠিয়াল সাহেবরা প্রতিদ্বন্দ্বী কুঠির সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়, খুনোখুনি চলে। কিন্তু রায়তদের উপর জুলুম চলতেই থাকে। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার কারণে এসলি ইডেন সাহেব অরঙ্গাবাদ থেকে মহকুমা সদর সরিয়ে আনেন ভাগীরথীর পূর্ব পারে জঙ্গিপুরে। তবে সেখানেও বেশি দিন মহকুমা সদর ছিল না। ও' মালীর জেলা গেজেটিয়ার থেকে জানা যায়, ভাগীরথী নদীর ভাঙনের দরুণ সদর কোর্ট কাছারি অফিসাদি সরিয়ে আনতে হয় ভাগীরথীর পশ্চিম পারে রঘুনাথগঞ্জে। জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে রঘুনাথগঞ্জ শহরে। তবে অন্যান্য অফিসাদি নামে জঙ্গিপুর হলেও সবই আছে রঘুনাথগঞ্জে। বর্তমানে যেখানে মহকুমাশাসকের কার্যালয়, এবং দেওয়ানি আদালত ভবন সেই মহল্লার নাম ফাঁসিতলা। কেন এমন নাম সেই ইতিহাস জানতে আলোচনা করতে হবে সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে। আগামীতে থাকবে সেই পুরাকথা। (চলবে)

তবু যেতে দিতে হয়

সাধন দাস

গতির টানে ঘুরে চলেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড,--অবিরাম !! সেই টানে ঘুরছি আমরাও। জীবনের নির্দিষ্ট কোনো গতিপথ বা গন্তব্য আছে কিনা জানি না। তবে পরস্পরের গায়ে ঠোক্কর খেতে খেতে আমরা চলে বেড়াচ্ছি এদিক থেকে ওদিক। আর চলতে চলতেই প্রেম, বন্ধুত্ব, রাগ, অভিমান, খুনসুটি। মনের মানুষটিকে পেলেই 'সাত রাজার ধন মানিক' ভেবে বুকে জড়িয়ে ধরছি আর ভাবছি একে আমি ভালোবাসার বাঁধনে বেঁধে রাখবো জন্ম-জন্মান্তর ধরে। কিন্তু মনে মনে যতই বলি 'তোমায় হৃদ্‌মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেবো না,' শেষ পর্যন্ত ছেড়ে তো দিতেই হয় একদিন। বিদায়ের অশ্রুমুকুতা হয়তো দুজনেরই স্মৃতির মণিমঞ্জুষায় অক্ষয় হয়ে থাকে, তবু 'যেতে দিতে হয়।' কাউকে কোনোদিনই চিরকালের জন্য বুকের মাঝে বেঁধে রাধা যায় না। কেন না, সেও তো তার নিজের গতির টানে ঘুরতে ঘুরতে আচমকা একদিন আমার কাছে এসে পড়েছিল। সেও হয়তো আমারই মতো দু'দণ্ডের ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়ে ভাবছিলো--রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপরতন পেয়ে গেছি, এবার একে আঁচলে গেরো দিয়ে রাখবো। তারপর কালের নিয়মে বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেলে আবার কে কোথায় চলে যায় তার নতুন ঠিকানায়। কতোটুকুই বা পরিচয় ? কতোটুকুই বা কাছে থাকা। 'শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুঁয়ে যাওয়া, শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া'--এই অন্ধ আবর্তনে বন্দী হয়ে থাকি আজীবন। অথচ নশ্বর এই পৃথিবীতে বড়ো দুর্মর এই অমরত্বের বাসনা। স্পর্ধিত দুঃসাহসে বুক বেঁধে বলি--'যেতে নাহি দিব।' কিন্তু কালের ঢেউ এসে এক লহমায় ভেঙে দিয়ে যায় বালির খেলাঘর, ভাসিয়ে নিয়ে যায় খেলার সাথিকেও।

যা হারিয়ে যায়, তা আগলে বসে কতদিন থাকব ?

জগতের এই চিরন্তন সত্যকে উদার চিত্তে মেনে নেওয়ার মতো একটা 'বড় মন' যদি থাকতো, তাহলে হয়তো কোনো বিপর্যয়েই আমরা এতটা বিচলিত হতাম না।

এবার কালী তোমায় ..... (২ পাতার পর)

করেছেন তাদের অবস্থাও ঐরকম হবে। ভোটের জন্যে দেশ বেচে দেওয়া নেতানেত্রীদের জায়গা হবে জেলে। বিশাল বিশাল দল ৬ মাস ৯ মাসে হারিয়ে যাবে, ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নেবে। জঙ্গিদের ধরে যদি এন.আই.এ. তুষ্ট হয়ে ফিরে যায় তা হবে আরো মারাত্মক। ১৮০ কিনা জানিনা তবে সীমান্ত এলাকায় ওরকম কত ১৮০ আছে যারা ভারতের খায়, ভারতে থাকে আর গুণ গায় বাংলাদেশ, পাকিস্তানের, রাশিয়া ভিয়েৎনামের। শুধু তাই নয়, এটা প্রমাণিত যে, হাসিনা সরকারকে ফেলে জামাতপন্থীদের 'রাজ' বানাতে এপার থেকে একটি দল ভোট ও হার্মাদ বাহিনীর বিনিময়ে লোকমারফৎ কোটি কোটি সারদার টাকা ওপার বাংলায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। মোদীজীর বিরুদ্ধে তাই কৃৎসিৎ ভাষায় আক্রমণ করে অনুপ্রবেশ ধরার বিরুদ্ধে গর্জন করতে হয়েছিল। হাত উজাড় করে, ভোট দিয়ে সাংসদ সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে ঐসব জামাত সমর্থক 'ভারতীয়' অথবা 'ভারতের' রাজাকার বাহিনী। এরা জাতের নামে সুড়সুড়ি দিয়ে ভোট এককাট্টা করেছে। যেখানে ফুরফুরা মসজিদের কথাও ধোপে টেকেনি। খালেদাও এইসব উগ্র সাম্প্রদায়িক লোকদের মদত দিয়েছেন এবং তিনি আর এ পারের মিনি হাত মিলিয়ে তিস্তার জল নিয়ে যাতে ঢাকা ও দিল্লীর কথামত চুক্তি না হয় তার চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, হিট লিস্টে খালেদার নামও আছে। মমতা যদি ভেবে থাকেন তিনি ছাড় পাবেন, তবে তিনি চরম ভূল রাজনীতি করছেন। এরকম শোনা যায়, অধিকাংশ মৌলভীরা শিশু অবস্থা থেকে শিক্ষা দিয়ে আসছে 'কাফের' কারা ? যারা পুতুল পুজো করে, আল্লা মানেনা ইত্যাদি। দার উল্ হারব কি ? যে দেশ বিধর্মী শাসন করে। দার-উল্ ইসলাম কি ? যে দেশ মুসলমান শাসনে আছে। মমতার একটাই পরিচয় সে কাফের। তার শাসন মানে দার উল হারব। অথচ কিছুই না জেনে মাথায় হিজাব পরা, দোয়া চাওয়ার জন্যে হাত পেতে বসা, বক্তৃতায় ইনস্‌আল্লা বলা বা শেষে খোদা হাফেজ বলা অথবা রোজা না রেখেই সন্ধ্যায় ইফতার করা সবটাই করা হচ্ছে রাজনীতিতে ধর্মীয় অনুপ্রবেশের জন্যে। এটা না করলে নাকি মুসলমানরা বিশ্বাস করবে না। পাশাপাশি হিন্দুরা কিন্তু আরো অধঃপাতে গেলেও কখনো অহিন্দুকে নিয়ে শিবরাত্রীর উপোস ভঙ্গ করবে না। বিজয়া সম্মেলনে রাজনীতিক বক্তব্য রাখতে নেতানেত্রী ডাকবে না। ভোটের আলোচনার জন্যে আশ্রমের দরজা হাট করে খুলে দেবেনা। ধর্ম এবং রাজনীতিতে নিজের জায়গায় থাকবে। তবে সে রাজনীতি দেশরক্ষার কথা নাই, ধর্মরক্ষার শিক্ষা নাই, সে রাজনীতি হিন্দুরা দায়ে পরে করে। দেরীতে হলেও জাগরণ এসছে।

(শেষ পাতায়)

এবার কালী তোমায় ..... (৩ পাতার পর)

হিন্দুরা সারা ভারতে এটা ভাবতে শুরু করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বিশ্বাসঘাতকদের হাত ধরে আবার বিদেশী শক্তি দেশ দখলে অনেকটা এগিয়ে। জাতপাতের রাজনীতি দেশকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। তাই কেউ যা ভাবেনি একা মোদীজীর দল দেশের সেরা চেয়ার দখল করবে--তাইই হয়ে গেল। কোথায় ছিল এন.আই.এ. এতদিন ? একটা দেশ যার সীমান্ত ভূখন্ডে কত নদনদী,পাহাড়, মরুভূমি, জঙ্গল সেকরম দেশে যেখানে নিত্য দিন নানা লোমহর্ষক কান্ড ঘটছে, সেখানে এরকম জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর উচিৎ ছিল না কি-- ছদ্মবেশে টাকা ছিটিয়ে শ্রেষ্ঠ ট্রেনিং প্রাপ্ত গোয়েন্দাবাহিনী জনারণ্যে মিশিয়ে রাখা ? এতবড় সীমান্তে হিন্দু-মুসলমান নেতাদের সঙ্গে নিয়ে যখন বি.এস.এফ. গত ৫০ বছর ধরে সবার সামনে দেশের হাজার হাজার কোটি টাকার ফসল, গরু, অন্যান্য দ্রব্য পার করে দিচ্ছে, যেখানে এক মুর্শিদাবাদের প্রতি হপ্তায় কয়েক লক্ষ টাকার খাদ্যদ্রব্য রেশনে বেনামে বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে, যেখানে হিন্দুরা পাগলের মত সম্পত্তি বিক্রি করে দেশান্তরী হচ্ছে, সেখানে কোথায় তাঁরা ? বর্ধমান কাণ্ড সমাপ্তির পর তাঁরা তো দিল্লীবাসী হয়ে যাবেন। আমাদের কি হবে ? দেশের কি হবে ? লিখে রাখুন, আজ রন্তিদেব সেনগুপ্তরা কাগজে যতই কেঁদে ভাসান এপার বাংলাকে অবশ্যই ভাগ হতে হবে, না হলে কাশ্মীর হবে। অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। আজো বি.এস.এফ, থানা, কাষ্টম একই আছে। এদের কোর্ট মার্শাল হবার কথা, অথচ প্রমোশন হচ্ছে। এদের প্রত্যেকের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উপর সি.বি.আই. হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু হবে না। পদ্মার ধারে ধারে বিভিন্ন গ্রামে সর্বদা হিন্দুস্থান আর হিন্দুর উপর বিষোদগার চলছে। দেখেও না দেখার ভান। কোনও গোয়েন্দা রিপোর্ট কেউ উল্টে দেখে না। গোয়েন্দাই নেই, তার রিপোর্ট। খোদ কোলকাতায় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের মিছিল হয়। মেয়রের ওয়ার্ডে তারা নাগারিকের মতই বসবাস করে। বর্ধমান তো টেলার, সিনেমা চলছে সারা বাংলায়। গত ৫০ বছরে যত হিন্দুর মেয়েকে বের করে আনা হয়েছে "১৮ বছরের পর কিছু বলা যাবে না," এই আইনের সুযোগ নিয়ে যত হিন্দু নারীকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে তা সম্ভবতঃ মোগল আমলেও হয়নি। কংগ্রেস আর কম্যুনিষ্ট দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা সব তুচ্ছ করেছে রাজনীতির স্বার্থে। এরকম দুমুখো আইন পৃথিবীর কোথাও নাই। এসব নিয়ে বহু চিন্তাশীল মুসলমান বিরক্ত এবং বিব্রত।

স্পষ্ট কথা লেখায় তসলিমাকে দেশ থেকে তাড়ানো হলো। আমাদের মেয়ে বের করে এনে রিজওয়ান নায়ক হলো। অশোক টোডি মেয়ের বাপ হয়ে, মেয়েকে উদ্ধার করায়, তাঁকে জেল জরিমানা কি নাকালটাই করা হলো সরকারী ও বেসরকারীভাবে। একটা বার্তা দেওয়া হলো 'এ দেশ হামারা থা, হামারা হ্যায়, হামারা হোগী। হিন্দুরা দেখছে তাদের অর্থ নেই, সামর্থ নেই, একতা নেই, ভোটের সংগঠিত রূপ নেই। তাই মার খেতেই হবে। মার খেতে খেতেই পথ খুঁজতে হবে। পথ তারা একটা পেয়েও গেল। তবে এখন দেখার মোদীজীও কি একই পথে হাঁটবেন, নাকি চা বেচনেওয়ালা দেশ বেচনেওয়ালাদের সাড়িতে যাবেন না। না সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিষ্ঠায় লড়বেন। জঙ্গিরা তো আমাদেরই ঘরের ছেলে। ওদের ধর্মের নামে মাতালো কে ? প্রশয় দিল কে ? দেশের রাষ্ট্রপতিই তো বলেছেন এ দেশের মুসলমান সাম্প্রদায়িক নয় জঙ্গি নয়, বিদেশীদের হাত আছে। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এতদিন যেসব দাঙ্গা হয়েছে তার জন্য হিন্দুরাই দায়ী। এরপরও তাঁকে রাষ্ট্রপতি মেনে নিতে হবে। যে বিষবৃক্ষ সবাই মিলে লালনপালন করলো তারা আজ সাধু ! গরীব কিছু নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ ধর্মের কড়া ডোজ খেয়ে পাগলের মত মরতে আর মারতে প্রস্তুত হয়েছে তারাই হলো জঙ্গি ? তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি চোর বটে।

ব্যক্তিগত স্বার্থে ..... (১ পাতার পর)

আহ্বায়ক ইমানী বিশ্বাস ছাড়াও অনেক স্থানীয় নেতা। শেষ খবরে জানা যায়, ৮ অক্টোবর জেলা কমিটির সিদ্ধান্তে রঘুনাথগঞ্জ-১ এর সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হলো মঞ্জুর আলিকে। বাদ পড়লেন বাবলু সেখ। তেমনি রঘুনাথগঞ্জ-২-এ দায়িত্ব পেলেন ইমাজুদ্দিন বিশ্বাস। বাদ গেলেন আব্দুল ওয়াজেদ আলি। জেলা সহ-সভাপতি পদে দায়িত্ব পেলেন সোমেন পাণ্ডে। মুক্তিপ্রসাদ ধর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং আছেন। এবার ঐ পদে নতুন সংযোজন পরেশ সরকার। এছাড়া আগের কমিটিতে যারা ছিলেন তারাই থাকলেন। ঘরোয়া সভায় মান্নান হোসেন রঘুনাথগঞ্জ টাউন সভাপতির দায়িত্বে অমরনাথ চ্যাটার্জীর নাম বার বার বললেও সেখানে কোন পরিবর্তন হয়নি। ঐ পদে গৌতম রুদ্রই আছেন।

জঙ্গিপুর পুরসভা ..... (১ পাতার পর)

জানিয়েছে স্থানীয় বিজেপি। সেই নতুন ওয়ার্ডে বহু তপশীলির বাস। কিন্তু দুঃসময়ের বন্ধু কংগ্রেস কাউন্সিলারের অসুবিধার কথা ভেবে নাকি ঐ প্রস্তাব সরাসরি খারিজ করেছে বর্তমান সিপিএম বোর্ড বলে খবর। রাজনীতির প্যাঁচে তাই এপারে কোন ওয়ার্ড বাড়ছে না। বিষয়টা বিজেপি থেকে জেলা শাসককে জানানো হয়েছে। পুর এলাকার তপশীলি ভোটার অনুপাতে কাউন্সিলার নেই বলেও বিজেপি থেকে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে বলে খবর।

মহা সমারোহে হয়ে গেল শিব পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রত্যেক বছরের মতো এবারও মহা সমারোহে জঙ্গিপুর সদরঘাটে শিব পুজো হয়ে গেল। প্রায় ২০ ফুট উঁচু শিব মূর্তি দেখতে প্রতিদিন আশপাশ এলাকা থেকে প্রচুর দর্শনার্থীর ভিড় হয়। গত ৮ বছর ধরে এই শিব পুজো চলছে। পুজোমণ্ডপকে আকর্ষণীয় করে রাখতে সেখানে নরনারায়ণ সেবা, লটারী প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

আফিডেবিট

আমি পটল রবিদাস, পিতা ঁলক্ষণ রবিদাস, গ্রাম দোগাছি, পোষ্ট মণিগ্রাম, থানা সাগরদীঘি, জেলা মুর্শিদাবাদ। আমার পুত্র পবিত্র রবিদাসের স্কুল রেজিষ্টারে পিতার নাম ভুলবশতঃ সুকুমার রবিদাস করা আছে। ভুল সংশোধনে জঙ্গিপুর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে ১৪ নভেম্বর, ২০১৪ আফিডেবিট করলাম।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গিপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।